அமர சித்திர கதா

நெ. 47 ரூ. 4·00

குரு நானக்

indiandraiandraiali.blogspot.in

devender

গুরু নানক

ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক সংকটজনক মুহূর্তে জন্মগ্রহণ করেন শিখধর্মের প্রবর্তক গুরু নানক। একদিকে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নিয়ে মানুষে মানুষে দলাদলি, অন্যদিকে হিন্দু ও দুর্বল শ্রেণীর লোকেদের ওপর চলেছে মুসলমান শাসকদের অমানবিক নির্যাতন। চারদিকের 'ত্রাহি ত্রাহি' রবের মধ্যে ঈশ্বরের দূতরূপে আবির্ভাব নানকের।

মধ্য ও আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণ। কেউ হন্যে হয়ে ফিরছে পার্থিব সুখের লালসায়, কেউ খুঁজে মরছে অপার্থিব পরশ-রতন। গুরু নানক খুলে দিলেন মানুষের তৃতীয় নয়ন। জীবনের দুঃখ দুর্দশা মেনে নিয়ে তিনি ব্রতী হলেন ধর্মীয় সংস্কারে। যুক্তি, দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ও ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত দিয়ে আমূল সংস্কার করলেন তদানীন্তন সমাজের। মানবসেবায় উৎসর্গিত তাঁর ধর্মবীর অনুগামীরা কথিত হলেন 'শিখ' নামে। নানক প্রবর্তন করলেন এমন কিছু সহজ সরল আচার আচরণ যার মাধ্যমে মানুষ এক যথার্থ জীবন যাপন করে পরিপূর্ণতা লাভে সক্ষম হবে। হিন্দু মুসলমান সকলের কাছে হয়ে উঠলেন তিনি শ্রদ্ধার্হ। তাঁর জীবন হল সত্য, প্রেম ও বিনয়ের উজ্জ্বলতম প্রকাশ।

অনুবাদ / নির্মলচন্দ্র দত্ত ◎ বর্ণলিপি / মলয়শঙ্কর

পরিবেশক: উচ্চারণ ২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট / কলকাতা ৭০০ ০৭৩

© IBH Publishers Pvt. Ltd., Bombay 400 026.
All rights reserved. 1986

Published by H.G. Mirchandani for IBH Publishers Pvt. Ltd., 22, Bhulabhai Desai Road, Bombay 400 026 and printed by him at IBH Printers, Marol Naka, Mathuradas Vissanji Road, Andheri (East), Bombay 400 059.

Editor: Anant Pai **Retold by: G. S. Mansukhani & Naniki Mansukhani.**
Artwork: Devender

ACK/47 BN

গুরু নানক
১৪৬৯ সালে বর্তমান পাকিস্তানের অন্তর্গত
তালওয়ান্দী গ্রামে গুরু নানক জন্মগ্রহণ করেন।
তাঁর মাতার নাম তৃপ্তা এবং পিতার নাম
মেহেতা কালু।

Indrajal.blogspot.in

যখন তিনি জন্মগ্রহন করেন তখন সবাই শুভেচ্ছা জানাতে এসেছিলেন।

কী সুন্দর দেখতে!

কেমন হাসছে দেখ।

কুল-পুরোহিত হরদয়াল শিশুর ঠিকুজী দেখে খুশি হলেন।

ওর কী নাম দিলে?

বোন নানকির নাম অনুসারে ওর নাম রাখা হয়েছে নানক।

তোমার এ সন্তান একজন মহাপুরুষ হবে। ওর যশ দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়বে।

নানকি তার ভাইকে ভালবাসত। ভাইটি ক্রমে ক্রমে একটি হাসিখুশি ও স্বাস্থ্যবান বালক রূপে বড় হয়ে উঠল।

নানক, এই মিষ্টি-গুলি নাও!

কী উদার মন! ওকে দেখেও মনে হচ্ছে যেন একজন সাধু পুরুষ!

আমি বন্ধুদের সঙ্গে এ মিষ্টিগুলি কি ভাগ করে খাব?

তৃপ্তাও খুশি হলেন নানকের উদারতা দেখে।

নিশ্চয়ই খাবে। তোমাদের সবার জন্য অনেক মিষ্টি আছে।

তুমি বড় ভাল, মা!

নানক মিষ্টিগুলি নিয়ে দৌড়ে বন্ধুদের কাছে গেল।

দেখ, দেখ! আমি কী এনেছি!

এবং মিষ্টিগুলি ভাগ করে দিতে লাগল।

আমাদের সবার জন্য মা অনেক মিষ্টি দিয়েছেন।

ম্‌ম্‌ম্‌!

খেতে কী চমৎকার!

যখন তাদের মিষ্টি খাওয়া শেষ হল—

চলো, এখন আমরা দৌড়াদৌড়ি খেলি!

আমি নানকের দলে থাকব।

আমিও!

তারা কিছুক্ষণ খেলল। তারপর—

অনেক খেলেছি। এখন বিশ্রাম নেওয়া যাক!

চলো, পুকুরে যাই সবাই।

পুকুরের ধারে—

এসো, আমরা ভগবানের নাম গান করি এবং তুমি আগে শুরু করো।

সবাই গান করল কিন্তু নানকের কণ্ঠস্বর ছিল সকলের চেয়ে উদাত্ত।

নানকের পিতা যাঁর অধীনে কাজ করতেন, সেই মুসলমান ভূ-স্বামী রাই বুলার, তখন সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন।

কী মধুর কণ্ঠস্বর! কথাগুলিও কী মিষ্টি! নানক সাধারণ ছেলে নয়।

রাই বুলার সবার অগোচরে ঘাসের উপর বসলেন এবং পার্থিব জগতের কথা ভুলে, তন্ময় হয়ে ঐ গান শুনতে লাগলেন।

যখন নানকের বয়স ছ'বছর—

নানক, এখন তোমার স্কুলে যাবার বয়স হয়েছে।

আচ্ছা বাবা!

নানক খুব মেধাবী ছাত্র ছিল এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত বিষয়ে পারদর্শী হয়ে উঠল।

আমাকে আর নানকের প্রয়োজন নেই...

...ওর বাবাকে আমার বলতেই হবে।

সেজন্য তিনি মেহেতা কালুর কাছে গেলেন।

আপনার ছেলেটি অসাধারন। আমার শিক্ষা দেওয়ার মত সমস্ত বিষয়ে সে পারদর্শী হয়েছে।

তিনি যাবার পর—

নানককে বেকার রাখা যাবে না। ওকে পার্শী ভাষা শেখাবো।

পার্শী শিক্ষকের বেলায়ও ঐ একই ঘটনা ঘটল। অল্প সময়েই নানক পার্শী ভাষায় পারদর্শিতা অর্জন করল এবং শিক্ষক মহাশয় নানককে তার পিতার কাছে নিয়ে এলেন।

সেই সময় নানকের বয়স ছিল প্রায় দশ বছর।

নানকের উপনয়নের এই উপযুক্ত বয়স।

কুল-পুরোহিত হরদয়ালকে শুভ দিন দেখতে বলব।

দিন স্থির হল। প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনরা সবাই আমন্ত্রিত হলেন। অনুষ্ঠান শুরু হল।

কিন্তু যখন কুল-পুরোহিত হরদয়াল সেই পবিত্র উপবীতটি নানকের গলায় পরাতে গেলেন ...

গুরুজী, এই পৈতাটি আমি পরব কেন?

কারন এটি পবিত্র।

এটি কি আমাকে দয়ালু ও মহান করবে?

আমি... আমি এ সম্বন্ধে নিশ্চিত নই।

তাহলে আমার এর কোনও প্রয়োজন নেই। এর পরিবর্তে আমাকে দিন স্বাধীনতা ও পরিতৃপ্তির উপবীত!

উপস্থিত সকলে তার কথার সত্যতা উপলব্ধি করলেন।

নানক ঠিকই বলেছে!

শুধুমাত্র ধর্মীয় আচার-আচরনের কোনও অর্থই হয় না।

চলো, আমরা বাড়ি ফিরে যাই।

এ ঘটনার পর নানক বন্ধুদের নিয়ে খেলাধূলা না করে বেশির ভাগ সময় কাটাত সাধুদের সঙ্গে ভজন গান করে।

Devender

মেহেতা কালু চিন্তিত হলেন।

নানকের শেখার কিছুই বাকি নেই। সে প্রচলিত প্রথা উপেক্ষা করেও বয়োঃজ্যেষ্ঠদের বোঝাতে পেরেছে।

আমি ভয় পাচ্ছি, সে যদি এই ভাবে চলে তাহলে কুঁড়ে হয়ে যাবে।

কী করতে হবে আমি জানি। ওকে গরু মোষ চরাতে বলব।

সেই ভাল। তবুও সে একটা প্রয়োজনীয় কাজ করবে। উপরন্তু সে বনেও থাকতে পারবে, যা তার কাছে খুবই প্রিয়।

মেহেতা কালু নানককে তাঁর কাছে ডেকে পাঠালেন

তুমি সব সময় নিজেকে কাজের মধ্যে রাখবে। তুমি কি গরু-মোষ চরাতে পারবে?

খুব আনন্দের সঙ্গে পারব, বাবা।

সুতরাং প্রতিদিন সকালে নানক মাঠে গরু-মোষ চরাতে নিয়ে যেত।

একদিন নানক যখন ভগবানের চিন্তায় নিমগ্ন, তখন মোষগুলো পাশের এক জমিতে ঢুকে পড়লো।

জমির মালিক রাই বুলারের কাছে নালিশ করলো।

কালুর মোষগুলো আমার জমির শস্য খেয়ে ফেলেছে। এর একটা বিহিত করুন।

comicbook.blogspot.in

এতে রাই বুলার অসন্তুষ্ট হলেন এবং কানুর কাছে গিয়ে সমস্ত ঘটনা জানালেন।

তোমাকে ক্ষতিপূরন দিতে হবে। এটাই একমাত্র ন্যায় বিচার।

আমাদের ধৃষ্টতা মাপ করুন। মালিক জমিটা আগে দেখলে কি ভাল হত না?

তাঁরা মাঠে গেলেন এবং দেখলেন।

শস্যের কোনও ক্ষতিই হয়নি। শুধু শুধু আমাদের সময় নষ্ট করেছ।

কি... কিন্তু ... আ... আ... আমাকে ক্ষমা করুন।

নানক যথারীতি মোষ চরাতে লাগল।

একদিন গ্রীষ্মকালে রৌদ্রের তাপে ক্লান্ত হয়ে নানক গাছের তলায় ঘুমিয়ে পড়ল। সূর্যরশ্মি তার গায়ে পড়তে লাগল।

কাছের কোনও গর্ত থেকে এক গোখরো সাপ বেরিয়ে এল।

... নানকের কাছে এসে সাপটি ফণা বিস্তার করে রোদের হাত থেকে নানকের মুখটি রক্ষা করতে লাগল।

সেই সময় রাই বুলার সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন।

নানক ভয়ানক বিপদের মুখে। তাকে বাঁচাতে হবে।

তিনি সাবধানে নানকের কাছে গেলেন।

কিন্তু সাপ তাঁকে দেখা মাত্র গর্তে ঢুকে গেল।

নানককে সাধারন ছেলে ভাবা উচিত নয়। সে একজন সাধুপুরুষ।

এই ঘটনার পর নানক কিছুদিন বিমর্ষ হয়ে পড়ে এবং এমন কি মাঠে গোরু চরাতেও যেত না।

ওর হয়েছে কী? ওর এই খামখেয়ালীপনা আমার আর ভাল লাগছে না।

তাহলে বৈদ্যকে ডাকি।

যখন বৈদ্য এলেন।

আপনি আমাকে ভাল করতে পারবেন না। যিনি এই ব্যথা দিয়েছেন, একমাত্র তিনিই ভাল করতে পারবেন।

নানকের কাজে মনোযোগ আনার জন্য কালু আবার চেষ্টা করলেন।

এ উপলব্ধি নিয়ে নানক আবার সুস্থ হয়ে উঠল।

নানক সুস্থ হওয়াতে নিশ্চিন্ত হলাম।

হ্যাঁ, ওকে হাসিখুশি দেখে ভালই লাগছে।

তুমি এখন বড় হয়েছ। নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখো।

এই টাকা নিয়ে বাজারে গিয়ে ব্যবসা করো।

আমি চেষ্টা করব, বাবা।

নানক এই টাকা নিয়ে বন্ধু বালাকে সঙ্গে করে রওনা হলেন পথে—

বালা, দেখ, ওদের কেমন দুর্বল ও ক্ষুধার্ত দেখাচ্ছে! পরনে ওদের জামাকাপড়ও তেমন নেই!

তাই সে বাজারে গিয়ে কিছু খাবার ও জামা কাপড় কিনে আনল...

...এবং সেগুলো তাদের দিল।

এর চেয়ে ভাল কাজ আর কী হতে পারে?

যখন নানক বাড়ি ফিরল, মেহেতা কালু তার সঙ্গে দেখা করবার জন্য তাড়াতাড়ি এলেন।

কী রকম ব্যবসা করলে বাছা? লাভই বা কত হল?

যখন নানক তাঁকে বললো, টাকা দিয়ে সে কী করেছে—

আমার কষ্টার্জিত অর্থ এ ভাবে নষ্ট করেছ? কেন?

গরীবদের সেবা করার চেয়ে ভাল কাজ আর কী আছে?

নানকি ও তাঁর স্বামী জয়রাম সেই সময় বেড়াতে এসেছিলেন।

বাবা! বাবা! থামো!

নানক, তুমি আমার সঙ্গে এসো।

যখন রাই বুলার এই ঘটনা জানতে পারলেন-

নানকি ও জয়রামকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বোলো।

আচ্ছা, হুজুর!

যখন তাঁরা বললেন—

তোমরা নানককে সুলতানপুরে নিয়ে চাকরীর ব্যবস্থা করছ না কেন?

কথাটা ঠিকই বলেছেন!

নানকিরও একটি প্রস্তাব ছিল।

আমার মনে হয়, নানকের বিয়ে দেওয়াই ভাল। মূলচাঁদের মেয়ে সুলক্ষনীর সঙ্গে ওকে ভালই মানাবে!

তারপর ঐ প্রস্তাব অনুযায়ী, ১৪৮৫ সালে সুলক্ষনীর সঙ্গে নানকের বিবাহ হল। তখন পরিবারে আনন্দের জোয়ার বয়ে গেল।

খুব ভাল মেয়ে। আশাকরি, সুলক্ষনী নানককে সংসারী করতে পারবে।

নানকের বন্ধু, মরদানা বিয়েতে উপস্থিত হলেন।

এ আনন্দ অনুষ্ঠান স্মরনীয় করে রাখতে তুমি আমাকে কী উপহার দেবে?

এই বাদ্যযন্ত্রটি ছাড়া আর কোনও উপহারই তোমার উপযুক্ত হবে না! এটি তুমি নাও।

এই উপহারটি শুধু মরদানার একার জন্য নয়। দিনের কাজের শেষে, সন্ধ্যাবেলায় নানক মরদানার কাছে যেতেন এবং তাঁরা একত্রে ভগবানের নাম গান করতেন। বহু ভগবদ্ ভক্ত ও সঙ্গীতপ্রেমিক সেখানে আসতেন। এভাবে নানকের যশ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

ইত্যবসরে জয়রাম, যিনি দৌলত খাঁ লোধির রাজসভায় ছিলেন, নানকের জন্য একটি চাকরির ব্যবস্থা করলেন।

এই হচ্ছে নানক। ওর কথাই আপনাকে বলেছিলাম।

রাজ্য শস্য গোলার ভান্ডারী হিসাবে ওকে নিযুক্ত করব।

নানকের দুটি পুত্র ছিল।

বারো বছর যাবৎ তিনি রাজ্য শস্য গোলায় কাজ করলেন। তারপর —

দৌলত খাঁ নানকের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাচ্ছেন।

নানকের প্রতি তাঁর বিদ্বেষ জাগাতে হবে!

তাই তারা দৌলত খাঁর কাছে গেল।

হুজুর, নানক শস্যের অপচয় করছে। এভাবে চলতে থাকলে শস্য-ভান্ডারে কিছুই থাকবে না।

হ্যাঁ, প্রভু!

শস্যের হিসাব কি খতিয়ে দেখা হয়েছে?

হিসাব পরীক্ষক শীঘ্রই ফিরে এলেন।

সব ঠিকই আছে, হুজুর!

দৌলত খাঁ চক্রান্তকারীদের উপর খুবই রেগে গেলেন।

তোমরা অমূলক নালিশ করেছ। এবার তোমাদের রেহাই দিলাম। এখান থেকে দূর হয়ে যাও!

কিন্তু, নানকের সাংসারিক জীবনের এখানেই ইতি—

সাংসারিক কাজে অনেক সময় কাটিয়েছি।

একদিন, যথারীতি নানক নদীতে স্নান করতে গেলেন।

নানকি সন্ধ্যেবেলায় নানকের বাড়িতে এলো।

তোমাদের জন্য কিছু মিষ্টি এনেছি... চুপ করে কেন? কী ব্যাপার বলো তো?

উনি... উনি এখনও বাড়িতে ফেরেন নি।

কেঁদো না। নানককে খোঁজার জন্য লোক পাঠাচ্ছি।

কিন্তু বৃথা খোঁজার পর—

ওকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না।

নিশ্চয়ই তাহলে নদীতে ডুবে গেছে।

পরিবারে দুঃখের ছায়া নেমে এল।

তারপর, হঠাৎ তৃতীয় দিনে—

ও! নানক! নানক!

এতদিন কোথায় ছিলে?

আমরা তোমার আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম।

গুরু নানক সমস্ত ঘটনা জানালেন।

এ পৃথিবীতে মানুষকে প্রেম ও সহিষ্ণুতা শিক্ষা দেবার জন্য আমি এক ঐশ্বরিক আদেশ পেয়েছি।

এবং গুরু নানক শিক্ষা দিতে শুরু করলেন।

এই পৃথিবীতে হিন্দু বা মুসলমান নামে কোনও জাতি নেই!

আপনার স্পর্ধা তো কম নয়। আমি খাঁ সাহেবের কাছে নালিশ করবো।

নালিশ শুনে খাঁ সাহেব গুরু নানককে ডেকে পাঠালেন।

আপনি মুসলমান না হিন্দু?

কোনওটাই না! আমি ঈশ্বরের সন্তান।

তাহলে মসজিদে এসে আমাদের সঙ্গে নামাজ পড়ুন।

আনন্দের সঙ্গে পড়ব।

মসজিদে কাজী নামাজ পড়া শুরু করলেন...

হা! হা! হা!

এতে কাজী এবং অন্যান্যরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন।

আপনি কি আমাদের অপমান করতে এখানে এসেছেন?

না, কখনও না। কিন্তু কী করে আমি যোগদান করব, যেখানে আপনারা ভগবানের কথা চিন্তা না করে নতুন ঘোড়ার বাচ্চাটার কথা ভাবছেন?

কাজী ও খাঁ সাহেব দু'জনেই ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন।

উনি সত্যিকারের জ্ঞানই অর্জন করেছেন।

এই ঘটনার পরই —

মরদানা, কাজ আরম্ভে আর দেরি করা উচিত হবে না। গৃহত্যাগ করে মানুষকে প্রেম ও সেবার পথ দেখাতে হবে।

গুরু, আমি আপনার সঙ্গী হব।

যখন গুরু নানক তাঁর পিতা মাতাকে এ খবর জানালেন —

তুমি আমাদের একমাত্র পুত্র। তুমি যদি চলে যাও তাহলে বৃদ্ধবয়সে আমাদের দেখবে কে?

তোমার সন্তান ও স্ত্রীর প্রতি তোমার কর্তব্য তো আছে?

নানক কিছুক্ষণ চুপ চাপ রইলেন। তারপর —

যিনি আমাকে এ কাজ করার ভার দিয়েছেন তিনিই আপনাদের দেখবেন।

নানকি ও সুলক্ষনী ছাড়া তাঁর পিতা-মাতা এ কথায় বিশ্বাস করলেন।

তুমি চলে গেলে সুলক্ষনীকে কে সান্ত্বনা দেবে? ছেলেদের ও আমাকে বিপদে কে রক্ষা করবে?

আত্মিক ভাবে আমি সব সময় তোমাদের সঙ্গে থাকব। যদি আমাকে কখনও প্রয়োজন হয়, আমি আসব।

তারপর পরিবারের সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে...

...তিনি মরদানার সঙ্গে গ্রামে গ্রামে ঘুরে অবশেষে সৈদপুর পৌঁছলেন।

ঐতো একটি কুটির। চলুন, ওখানে যাই।

কুটিরটি ছিল লালো নামক এক কাঠের মিস্ত্রির।

এখানে কি আমরা কিছুক্ষন বিশ্রাম নিতে পারি?

প্রভু, এ কুটিরে প্রবেশ করে আমাকে ধন্য করুন।

কিছুক্ষনের মধ্যে লালোর কুটিরে গুরুর খাবার কথা শহরে রটে গেল।

লোকে বলতে লাগল, শহরের ধনী লোকের অট্টালিকার চেয়ে লালোর কুটিরেই থাকা গুরুজী পছন্দ করলেন।

লালো গুরুজীর চেয়ে নীচু জাতের লোক।

গুরু নানক ও মরদানার কথা ও গান শোনার জন্য লোক জমায়েত হল।

সব সময় ভগবানের কথা চিন্তা করবে। সত্যবাদী ও সৎ হবে।

সৈদপুরের ধনী প্রশাসক মালিক ভাগো গুরুজীকে তাঁর প্রাসাদে আমন্ত্রন জানালেন।

গুরু আসতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

জোর করে তাঁকে এখানে নিয়ে এসো!

যখন গুরু নানককে নিয়ে আসা হল —

মহাশয়, আপনি কেন আমার আতিথেয়তা গ্রহনে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন?

আপনার টেবিল থেকে কিছু মিঠাই আমাকে দিন। তারপর বলছি...

লালোর কুটির থেকে আনা একটি শুকনো রুটি এবং ভাগোর কাছ থেকে পাওয়া মিঠাই গুরু নানক বের করলেন...

... তারপর দুটোই নিংড়ে তিনি দেখালেন। রুটি থেকে দুধ আর মিষ্টি থেকে রক্ত পড়ছে।

কঠোর পরিশ্রমের বিনিময়ে লালো রুটি সংগ্রহ করেছে। আর আপনার মিঠাই গরীবের হাড় ভাঙা খাটুনির বিনিময়ে!

ভাগো অনুতপ্ত হলেন।

মহাত্মন, অসৎ উপায়ে উপার্জিত সমস্ত সম্পদ গরীবদের বিলিয়ে দিয়ে জীবনের বাকি দিনগুলি আমি তাদের সেবায় উৎসর্গ করব।

গুরু নানক ও মরদানা আবার যাত্রা শুরু করলেন এবং অবশেষে হরিদ্বারে পৌঁছলেন। সেখানে —

আপনারা ওসব কী করছেন?

পূর্বপুরুষদের আত্মার উদ্দেশ্যে আমরা সূর্যদেবের কাছে জল নিবেদন করছি।

কোনও কথা না বলে গুরু নানক উপুড় হয়ে হাতের আঁজলায় জল নিয়ে উল্টো দিকে জল ঢালতে শুরু করলেন।

আপনি এ কী করছেন?

পাঞ্জাবে আমার জমিতে আমি জল দিচ্ছি!

কী বোকা আপনি! এ ভাবে আপনার জমিতে কখনও জল যায়?

যদি আপনাদের জল কোটি কোটি মাইল দূরে অবস্থিত সূর্যের কাছে পৌঁছতে পারে, তাহলে নিশ্চয়ই এ জল মাত্র কয়েক শত মাইল দূরে আমার জমিতে পৌঁছবে।

তাঁর যুক্তির সত্যতা উপলব্ধি করে জ্ঞান সঞ্চয় করে তীর্থযাত্রীরা বাড়ি ফিরলেন।

নানা দেশ পরিভ্রমণ করে বহু মানুষের মনের কুসংস্কার দূর করে সঠিক জ্ঞানের সন্ধান দিয়েছিলেন তিনি। তাদের মধ্যে ছিল সজ্জন নামে এক ঠগ, কৌড় নামে এক রাক্ষসও নূর শাহ।

তারপর গুরু নানক উত্তর পশ্চিমের মুসলিম রাজ্যগুলি পরিভ্রমন করলেন। যখন মক্কায় তাঁরা পৌঁছলেন—

মরদানা, আমি বড় ক্লান্ত। আমার ঘুম পাচ্ছে। চলো, কিছুক্ষন বিশ্রাম নেওয়া যাক।

তাই তাঁরা শুলেন এবং ঘুমিয়ে পড়লেন।

হঠাৎ এক রাগত চিৎকারে নানকের ঘুম ভাঙল—

তোমাদের স্পর্ধা তো কম নয়? কাবা মসজিদের দিকে পা রেখেছ?

আমার কাছে সারা পৃথিবীই ভগবানের ঘর। যে দিকে ভগবান নেই সেদিকে আমার পা দু'খানা ঘুরিয়ে দিন।

কাজী অপ্রস্তুত হলেন এবং তাঁর যুক্তি মেনে নিয়ে চলে গেলেন।

মক্কার পর গুরু নানক ও মরদানা বাগদাদ, তুরস্ক ও আফগানিস্থান গেলেন এবং ১৫২১ সালে ভারতে ফিরে এলেন।

লালোর কুটিরে চলো, দেখে আসি সে কেমন আছে।

কিন্তু হায়, তাঁরা সেখানে এক ধ্বংসস্তূপ দেখতে পেলেন।

কী ব্যাপার বলো তো? সব গেল কোথায়?

সম্রাট বাবর আমাদের শহর আক্রমন করাতে আমরা বাধা দিয়েছিলাম। আমাদের শাস্তি দেবার জন্য তিনি সমস্ত লোকদের হত্যা করার আদেশ দেন।

ঠিক সেই সময় কয়েকজন মোগল সৈন্য এগিয়ে এল।

এই বিধর্মীদের বন্দী করো!

এভাবে গুরু নানক ও মরদানাকে তারা গ্রেপ্তার করল।

তাঁদের এমন এক কয়েদখানায় রাখল যেখানে নারী ও পুরুষ বন্দীরা ভারী ভারী যাঁতা ঘুরিয়ে শস্য পেষাই করছে।

ও! আ! আর বাঁচব না! এ কাজ আর পারছি না। আঃ... অ..অ...

বন্দীদের দুঃখ দুর্দশা দেখে গুরু নানক মর্মাহত হয়ে এক দুঃখের গান গাইতে শুরু করলেন।

প্রভু! এই হতভাগাদের জন্য তোমার কি কোনও করুনা হয় না?

এই গান শুনে বাবর মুগ্ধ হলেন।

এ কণ্ঠস্বর খুবই মর্মস্পর্শী। কে এই গায়ক? তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো।

গুরু নানককে বাবরের কাছে আনা হল।

এ গান তুমি গাইছ কেন?

তাঁর সন্তানদের প্রতি অবিচার দেখে আমি ভগবানকে ডাকছি।

বাবর অনুতপ্ত হলেন।

মহাত্মন, আমি কী করব, আপনি উপদেশ দিন।

বন্দীদের মুক্তি দিন এবং তাদের সম্পত্তি ফিরিয়ে দিন।

বাবর তৎক্ষণাৎ তাঁর আদেশ মান্য করলেন।

আপনার আদেশ অবশ্যই মান্য করা হবে। আপনি আশীর্বাদ করুন যাতে আমি ভারতের সম্রাট হতে পারি।

আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। মনে রাখবেন, তিনিই উপযুক্ত শাসক যিনি প্রজাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে লক্ষ্য রাখেন।

তারপর গুরু নানক এক স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন। তাঁর বয়স তখন ৫২ বছর।

যে মতবাদ আমি প্রচার করেছি, গৃহস্থ হয়ে তা আমার অনুশীলন করা উচিত।

তাই তিনি গেরুয়া বসন ছেড়ে করতারপুরে এসে চাষবাস করতে লাগলেন।

তিনি জনসাধারণের জন্য এক লঙ্গর খানা স্থাপন করলেন যেখানে সবাইকে নিঃখরচায় খাওয়ান হত।

গুরুজী, আমি কি এখানে থাকতে পারব?

যারা খেটে খাবে তাদের সবার জন্য এখানে যথেষ্ট জায়গা আছে। কিন্তু যারা পরিশ্রমে বিমুখ, তাদের জন্য এখানে জায়গা নেই।

সন্ধ্যের সময় সবাই এসে গুরু নানক ও তাঁর শিষ্যদের ঘিরে বসত।

এসো বৎসরা, আমরা এখন পরমেশ্বরের মহিমা কীর্তন করতে শুরু করি।

একদিন গুরু নানক তাঁর উত্তরাধিকারী ঠিক করার জন্য শিষ্যদের পরীক্ষা করতে লাগলেন।

আমার পাত্রটি নর্দমায় পড়ে গেছে।

দ্বিধা না করে তাঁর শিষ্য লেহনা পাত্রটি কুড়িয়ে নিয়ে এলেন।

গুরু, এই নিন আপনার পাত্র।

তখন গুরু নানক স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন...

শিষ্যদের মধ্যে এক মাত্র লেহনা-ই আমার উত্তরাধিকারী হবার যোগ্য দেখছি!

একদিন সন্ধ্যায়—

লেহনাকে আমার উত্তরাধিকারী নির্বাচন করলাম। তাঁর নাম হবে গুরু অঙ্গদ।

উৎসব অনুষ্ঠিত হল।

তারপর ১৫৩৯ সালে ২২শে সেপ্টেম্বর গুরু নানক গভীর ধ্যানে মগ্ন হলেন।

আমার কাজ শেষ হয়েছে! এখন আমি দেহত্যাগ করতে পারি।

গুরু নানক দেহত্যাগ করলেন। তাঁর মরদেহ নিয়ে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কলহ শুরু হল।

ওঁকে কবর দেওয়া হবে।

না, ওঁর মরদেহ আমরা দাহ করব।

তারা চাদরটি তুলে দেখল। কিন্তু হায়!...

সেই সব শিষ্যদের উদ্দেশ্যে এটি ছিল গুরু নানকের শেষ বানী, যারা তখনও তাঁর বানী উপলব্ধি করতে পারে নি।

অমর চিত্র কথা

তোমাদের মনের মতো রঙীন বই

অমর চিত্রকথা

প্রকাশিত তালিকা

• পুরাণ

লবকুশ
মহীরাবণ
পরশুরাম
নলদময়ন্তী
মীরাবাঈ
ভীষ্ম
গীতা
লঙ্কার রাজা রাবণ
ভীম ও হনুমান
ইন্দ্র ও শিবি
গান্ধারী
সাবিত্রী
কর্ণ
হরিশ্চন্দ্র
বালী
কুম্ভকর্ণ
দুর্গা
ঘটোৎকচ
আরুণি ও উতঙ্ক
মহাভারত
সূর্য
গঙ্গা
নচিকেতা
ধ্রুব অষ্টবক্র
গণেশ
রামায়ণ
প্রহ্লাদ
কৃষ্ণের গল্প

• জীবনী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সূরদাস
জয়দেব
কবীর
তানসেন
রামশাস্ত্রী
জয়প্রকাশ
বাবাসাহেব আম্বেদকার
লোকমান্য তিলক
বুদ্ধ
বিদ্যাসাগর
মহাকবি কালিদাস
বাঘাযতীন
সুভাষচন্দ্র বোস
বিবেকানন্দ

• ইতিহাস

বিক্রমাদিত্য
রসিক বীরবল
অশোক
ঝাঁসির রাণী
টিপু সুলতান
শিবাজী
বালাদিত্য ও যশোধর্মণ
জাহাঙ্গীর
শিবাজী
রাণাপ্রতাপ
চাণক্য
বুদ্ধিমান বীরবল
তানাজী

• কিংবদন্তী

শকুন্তলা
কপালকুণ্ডলা
রাজসিংহ
কাদম্বরী
স্বর্গীয় কণ্ঠহার
অঙ্গুরিমালা
বাঘ ও কাঠঠোক্রা
ধাত্রীপান্না ও হাদিরাণী
আম্রপালী ও উপগুপ্ত
শ্রীদত্ত
চন্দ্রললাট
রত্নাবলী
পঞ্চতন্ত্র
আনন্দমঠ
দেবীচৌধুরানী
সাতরঙা রাজপুত্র
হিতোপদেশ
জাতকের গল্প

প্রতিখণ্ড 4.00 টাকা মাত্র

প্রকাশিতব্য:

শিবের গল্প
ভানুমতী পদ্মিনী

Indrajal.blogspot.com

বাংলা সংস্করণের একমাত্র পরিবেশক:
উচ্চারণ ২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

Malay

AMARNĀd
PRE-RECORDED CASSETTES

PRESENTS
PUNJABI DEVOTIONAL & FOLK PROGRAMMES

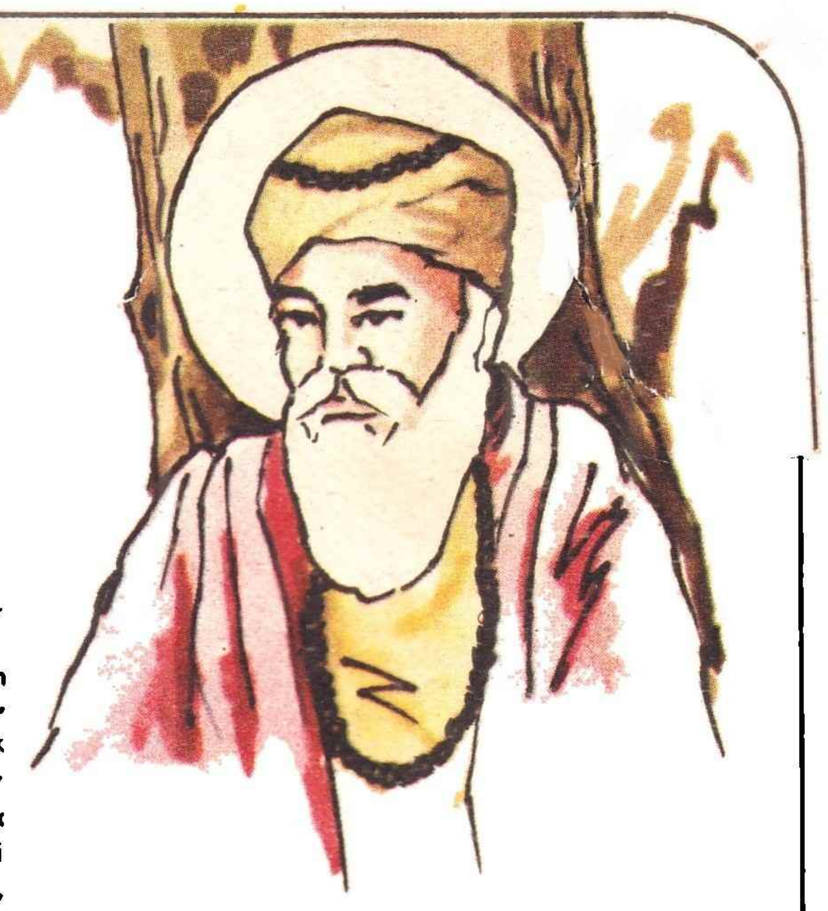

106	NANAK VANI	Mohinder Kaur
115	GURBANI	Singh Bandhu
127	SADI DHARTI SADE GEET	Mohinderjeet
143	DASHMESH DARSHAN NAAD	"
109	ARDAS BENTI	Kuldeep Singh
177	MUNDRAN-WALE-JOGI	"
190	SUKHMANI SAHIB (3 Vols)	Sw. Nirmal Chetan
259	GURBANI KIRTAN - 1	Gurcharan Singh
260	GURBANI KIRTAN - 2	"
268	KIRTAN NIRMOLAK HIRA	Harbajan Singh
550	AMRIT KIRTAN	Amrit Kaur Jullundhri
551	EAK NOOR	Kewal Singh

557	SLOKAS OF SHEIKH FARID	Dewan Singh Maskeen
558	SHABAD GURBANI	"
582	MANIK & PARTY IN ENGLAND-1	Kuldip Manik
583	MANIK & PARTY IN ENGLAND-2	"
584	PUNJABI GHAZALS	Hussain Bux
920	GURU NANAK BANI	Prof. Satnam Singh Sethi
921	GURU RAMDAS BANI	"
922	GURU ARJAN BANI	"
923	GURU TEJ BAHADAR BANI	"
924	BHAGAT KABIRJI	"
925	BHAI GURUDASJI	"

AMARNAD pre-recorded cassettes offer a panorama of Indian music, in Hindi* Sanskrit*Punjabi*Urdu*Sindi*Marathi* Gujarati*Tamil*Telugu*Kannada*Konkani* Rajasthani-Something for every age and taste.

Over 300 programmes now available, covering a wide range of Devotional* Ghazals*Geet*Qawali*Instrumental* Talks* Classical Folk Music. With all leading music shops. Buy only from authorised dealers & stockists. Guaranteed against manufacturing defects Price Rs. 40/- (Post-Paid)

For complete list write to:

Mirchandani & Co. Pvt. Ltd.

12-H, Dalamal Park, 223, Cuffe Parade,
Colaba, Bombay-400 005
Phone : 215615
Gram : INDBOOK

Offices:
New Delhi 110 002 Tel. 27 25 41□
Calcutta 700 087 Tel. 23 69 44 / 23 89 74□
Madras 600 002 Tel. 85 56 8 / 87 16 7
81 24 81□
Bangalore 560 009 Tel. 26 10 3 / 26 10 4□
Hyderabad 500 029 Tel. 64 94 5□
Poona 411 001 Tel. 26 03 7□
Chandigarh 160 017 Tel. 31 66 7□

Indrajit Dalal.blogspot.in